রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ২, ২০২০

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নং **১৪৬/এফআরসি/প্রশাঃ/প্রজ্ঞাপন/২০২০/০১**—ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন ২০১৫ এর ধারা ২(৮) এ সংজ্ঞায়িত জনস্বার্থ সংস্থাসমূহের কতিপয় আর্থিক প্রতিবেদন ও আর্থিক বিবরণী পরীক্ষান্তে দেখা গিয়াছে যে, কোনো কোনো জনস্বার্থ সংস্থা তাহাদের বিনিয়োগকারীদের নিকট হইতে কোম্পানির শেয়ার ইস্যু করা হইবে এই প্রতিশ্রুতিতে নগদ অর্থ বা সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া " শেয়ার মানি ডিপোজিট" বা অনুরূপ অন্য যে কোনো নামে হিসাবভুক্ত করিয়া থাকে। পরবর্তীতে উক্ত অর্থকে শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি হিসাবে প্রদর্শন করিয়া বিভিন্ন কৌশলে অপব্যবহার করা হয় এবং শেয়ারপ্রতি আয় (EPS) গণনা করিবার সময় শেয়ার মানি ডিপোজিটকে বিবেচনা না করিয়া ইপিএস (EPS) উচ্চ হারে প্রদর্শন করা হয়।

উল্লিখিত প্রবণতাসমূহ রোধ করিবার লক্ষ্যে এফআরসি ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন ২০১৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে শেয়ার মানি ডিপোজিট (Share money deposit) লেনদেনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত গাইডলাইন জারি করিল :

- শেয়ার মূলধন খাতে প্রাপ্ত অর্থ যাহা শেয়ার মানি ডিপোজিট বা অন্য কোনো নামকরণে মূলধন বা ইক্যুইটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তাহা কোনোভাবেই প্রত্যাহার বা ফেরতযোগ্য হইবে না;
- এই খাতে প্রাপ্ত অর্থ সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে আইনগতভাবে শেয়ার মূলধনে রূপান্তরিত করিতে হইবে;
- শেয়ার মূলধনে রূপান্তরের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত তহবিল সম্ভাব্য শেয়ার মূলধন (Potential Share Capital) হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং সেই মোতাবেক শেয়ারপ্রতি আয় (EPS) গণনায় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

গাইডলাইনটি বিদ্যমান এবং ভবিষ্যৎ লেনদেনের ক্ষেত্রে এই প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

সি কিউ কে মুসতাক আহমদ
চেয়ারম্যান
ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd.

(২৯৪৩)

মূল্য : টাকা ৪.০০